জাতীয় গ্রন্থ দিবস'৯৬

১লা জানুয়ারি

ঢাকা বই মেলা ও জেলা বই মেলা

বাণী

বইমেলা এখন আমাদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করতে এবং সুনাগরিক সৃষ্টিতে বই পাঠের বিকল্প নেই। সমাজ বদলের ক্ষেত্রে বই হলো একটি অপরিহার্য মাধ্যম। বইয়ের উন্নয়নের ফলে দেশে যেমন শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটবে, তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও তরুণ সমাজের অস্থিরতা হ্রাস পাবে। কাজেই দেশ ও দশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে আমাদেরকে বইয়ের রুচিশীল পাঠকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। সেদিক দিয়ে বইয়ের বিক্রয়, বিপণন, উন্নয়ন এবং জনসাধারণকে গ্রন্থমনস্ক করে তোলার জন্য বইমেলার আয়োজন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

বইমেলার মাধ্যমে জনগণ যত বেশী বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হবেন, বই পড়বেন, ততই জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে। জাতীয় উন্নয়ন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই যথার্থ শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যবহার।

আশা করি, "ঢাকা বইমেলা '৯৬" দেশের প্রকাশনা শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং দেশের জনগণকে গ্রন্থের প্রতি আরো উৎসাহী করে তুলতে সমর্থ হবে। আমি মেলার সাফল্য কামনা করি এবং এর সাথে জড়িত সকলকে অভিনন্দনজানাই।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা বইমেলা '৯৬

জাফর তালুকদার

গত বছর ঢাকা বই মেলার অভাবনীয় সাফল্যের পর এবার আরো বৃহত্তর কলেবরে সাজানো হয়েছে দ্বিতীয় ঢাকা বইমেলা'৯৬। গত বারের তুলনায় এবারের মেলার আঙ্গিকগত পরিবর্তনই শুধু হয়নি, অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও আশাতীত রকম বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম ঢাকা বই মেলায় যেখানে দেশী ও বিদেশী অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৩, সেখানে এবার তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৪। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ঢাকা বইমেলার জনপ্রিয়তা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেলা গত বছরের মত বিজয় সরণিতে বসলেও জায়গা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে সামরিক জাদুঘরের মাঠকে। নতুন জায়গাটি শুধু আকারেই বড় নয়, এর চারদিকটি দেয়াল ঘেরা ও সুরক্ষিত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় মেলা প্রাঙ্গণের সার্বিক বিন্যাস আন্তর্জাতিক আদলে দাঁড় করানো হয়েছে। প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়নসহ মেলায় সর্বমোট স্টলের সংখ্যা ১২৮। দেশ বিদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান-সমূহ মেলায় অংশ নিয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যাঁরা ন্যূনতম ৫টি বই প্রকাশ করেছেন তাঁরাই কেবলমাত্র মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের বই ছাড়া অন্যদের বই বিক্রি বা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে না। তবে বিদেশী প্রকাশকরা স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে তাদের প্রকাশিত বই বিক্রি করতে পারবেন। অপরদিকে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, সৌদি আরব, ইরান দূতাবাস, মতিলাল ব্যানার্জি প্রাঃ লিমিটেড, এলাইড পাবলিশার্স, চায়না ইন্টারন্যাশনাল বুক ট্রেডিং করপোরেশন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন বই মেলায়। কপিরাইট আইন লংঘনকৃত বই ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ পরিপন্থী, অশ্লীল ও আপত্তিকর বইপত্র মেলায় প্রদর্শন অথবা বিক্রি করার ক্ষেত্রে যথার্থ ভাবেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এবারের মেলায় দর্শকদের নানারকম সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। বুক লাভার্স কর্ণারে লেখক ও প্রকাশকসহ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ নিয়মিত আড্ডায় বসতে পারবেন। ছোট পরিসরে হলেও শিশু কর্ণারের ব্যবস্থাও আকর্ষণীয়। ছোট্ট ছোট্ট খোকা-খুকিরা বই কেনার সময় এখানে এসে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে খাবার স্টল, নামাজের স্থান, জরুরী চিকিৎসা, পানি সরবরাহ, প্রাক্ষলন ও তথ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্রে উৎসাহী দর্শনার্থীদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করা হবে এবং মেলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য খোলা হয়েছে একটি বিশেষ তথ্য কেন্দ্র।

বাংলাদেশের লেখকদের একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী মেলার আকর্ষণ বাড়াতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অপরদিকে বইমেলা চলাকালে মেলামঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে বই বিষয়ক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীগণ অংশ নেবেন। মেলায় সর্বমোট বাজেট ধরা হয়েছে ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা। মেলায় ২০% কমিশনে বই বিক্রি করা যেতে পারে। যে সকল প্রকাশক মেলায় অংশ নেননি তাঁরা বই বিক্রির সুযোগ নিতে পারবেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলের মাধ্যমে। বিদেশী অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ বাংলা ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ প্রদর্শন ও বিক্রির সুযোগ পাবেন।

এবারের মেলায় প্রবেশমূল্য রাখা হয়েছে ২.০০ টাকা। পূর্ব অনুমতি নিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ স্কুলের ইউনিফর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাথে মেলা পরিদর্শনে এলে কোন প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। মাত্র ১০ টাকায় মেলায় সিজন টিকেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে সীমিত সংখ্যক সিজন টিকেট বিক্রি করা হবে। মেলায় প্রবেশপত্রের ওপর পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিদিন ১,০০০, ৫০০ ও ৩০০ টাকার সমমূল্যের বই লটারীর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের উপহার দেয়া হবে। পরের দিন তথ্য কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে পুরস্কারের টিকেট নম্বর সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

বই প্রকাশনায় উৎসাহিত করার জন্য এবারের ঢাকা বই মেলা '৯৬ উপলক্ষে প্রকাশিত বইয়ের সর্বোচ্চ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রকাশকদের পুরস্কৃত করা হবে। এসব বই সাদা কাগজে মুদ্রিত ও লেমিনেটেড প্রচ্ছদ হতে হবে। প্রথম ১০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় ৭,০০০ টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অর্থ ৫,০০০ টাকায় নির্ধারিত করা হয়েছে। নগদ অর্থ ছাড়াও দেয়া হবে প্রশংসাপত্র। মেলায় কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র থেকে নতুন বই সম্পর্কে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকায় মেলার খবর প্রচারিত হয়ে আসছে কয়েকদিন যাবত। মেলা শুরুর পূর্বে বর্ণাঢ্য র‍্যালী নগরবাসীদের মাঝে মেলার আকর্ষণ বাড়াতে সক্ষম হবে। উল্লেখযোগ্য যে, বই সম্পর্কীয় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত দেড় লক্ষ স্টিকার সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

মেলা উপলক্ষে লেখক, প্রকাশক, পাঠক, মুদ্রক, শিল্পীসহ গ্রন্থমনস্ক সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক প্রাণ চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় যে, গতবারের চেয়ে এবারের মেলায় দ্বিগুণ দর্শক আসবেন। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮-৩০ টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে। তবে শুক্রবার দুপুর ১২-৩০ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বই মেলা বন্ধ থাকবে।

"বই ব্যক্তিকে আনন্দ, সমাজকে আলো আর দেশকে দেয় সমৃদ্ধি"- এই শ্লোগান নিয়ে যে ঢাকা বইমেলা '৯৬ হতে চলেছে আসুন তার সঙ্গে আমরাও কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, বই হোক আমাদের নিত্য সঙ্গী। কেননা, বইয়ের মতো বিশ্বস্ত সঙ্গী দ্বিতীয়টি আর নেই।

নিবেদন

দেশে দ্বিতীয় বারের মতো আন্তর্জাতিকমানের বইমেলা '৯৬ -এর আয়োজন শুধু গ্রন্থজগতে নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গতবারের মেলার মতোই এবারের ঢাকা বইমেলারও শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী। তাঁর উপস্থিতি যেমন বইমেলার গুরুত্ব ও মর্যাদা বাড়াবে তেমনি অনুপ্রাণিত করবে দেশের সকল গ্রন্থানুরাগী মহলকে। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী দেশের গ্রন্থানুরাগীমহল এবং গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত সম্মানিত সুধীসমাজ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে বাস্তবিক অর্থেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।

ঢাকা বইমেলা '৯৬ ছাড়াও গ্রন্থদিবস উপলক্ষে একই সঙ্গে সারাদেশের জেলা শহরে বইকে নিয়ে মেলা ও নানারকম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বই নিয়ে দেশজুড়ে এই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের মূল উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। ছোট্ট এই প্রতিষ্ঠানটি আইনগত কোন ভিত্তি না থাকায় এতদিন বিভিন্ন সংশয়ে ভুগেছে। সমস্যাটি তুলে ধরলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী গত মেলায় গ্রন্থকেন্দ্রটিকে একটি আইনগত ভিত্তি প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন, ১৯৯৫ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করার পর বর্তমানে আইনের আওতায় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

মাননীয়া সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে গ্রন্থোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজনে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং সম্ভব হয়েছে সফল বাস্তবায়ন। ফলে থানা পর্যায় পর্যন্ত সার্থকভাবে গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান গ্রন্থানুরাগীদের কাছে বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

ঢাকা বইমেলা '৯৬ আয়োজনের ব্যাপারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের আন্তরিক আগ্রহ এবং যুগ্ম-সচিবসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছে। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকরা এই মেলাকে সফল করে তোলার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাথে সহযোগিতা করে আসছেন। মেলাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার জন্য বিদেশী প্রকাশক প্রতিনিধিরা মেলায় অংশগ্রহণ করছেন। দেশী-বিদেশী সকল প্রকাশকগণ ঢাকা বইমেলা '৯৬-তে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের নিকট ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠেছেন।

আমরা আশা করছি এবারের ঢাকা বইমেলা '৯৬ সম্মানিত গ্রন্থানুরাগীদের মিলনক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হবে এবং আগামীতে আরো বড় পরিসরে সুন্দর ও সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

মোঃ ওসমান গনি
পরিচালক
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

বাণী

গ্রন্থদিবস উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ১লা জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় 'ঢাকা বইমেলা '৯৬' অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটা আমাদের গ্রন্থজগতের জন্য খুবই আনন্দের সংবাদ। জাতীয় জীবনে বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বইকে বলা হয় সমাজ বদলের হাতিয়ার। সমাজের যত রকম মূঢ়তা ও গ্লানি আমাদের জাতি হিসেবে অনগ্রসর করে রেখেছে তার জন্য মূলত অশিক্ষাই দায়ী। জ্ঞানচর্চার স্রোত ফল্গুধারার মতো সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যত প্রবাহিত হবে, ততই বদলে যাবে এদেশের মানুষ। পাল্টে যাবে দেশের রুগ্ণ মলিন চেহারা। এ জন্য অবশ্যই আমাদের বেশি বেশি বই এবং এ জাতীয় বইমেলার দ্বারস্থ হতে হবে। যে জাতি যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি ততই উন্নতি লাভ করে। কেননা, জ্ঞান অর্জনে বইয়ের কোন বিকল্প নেই।

প্রথম 'ঢাকা কইমেলা'র ব্যাপক সাফল্যের পর দ্বিতীয় 'ঢাকা বইমেলা'র কলেবর ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া নিঃসন্দেহে একট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এখানকার প্রকাশক, লেখক, বইয়ের পাঠক-ক্রেতাসহ সংশ্লিষ্ট মহল এই বইমেলা থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন, যা আমাদের গ্রন্থজগতের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুভ প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

আমি 'ঢাকা বইমেলা '৯৬'-এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম
প্রতিমন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে ১-১৫ জানুয়ারি পক্ষকালব্যাপী 'ঢাকা বইমেলা '৯৬' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সীমিত সম্পদ ও সামর্থ্যের ভেতর দ্বিতীয় বারের মতো গ্রন্থের এই ব্যাপক আয়োজন ঢাকা বইমেলার পরিচিতিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

বইমেলার মূল লক্ষ্যই হলো বইয়ের অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও আনন্দকে জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেয়া। বইয়ের সঙ্গে পাঠকদের মানসিক ও আত্মিক বন্ধন যত সুদৃঢ় হবে ততই তাঁরা নিজেদের সম্পন্ন ও আলোকিত করার সুযোগ পাবেন। আলো যেমন কালিমা মুছে ফেলতে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এই মহতী লক্ষ্যে বই নিয়ে যে ব্যাপক উৎসাহজনক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে তাতে দেশে এক গ্রন্থবিপ্লবের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। 'ঢাকা বইমেলা ৯৬'-এর আয়োজন একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ যার সুফল নিশ্চিতভাবে আমাদের গ্রন্থজগৎকে শুধু প্রভাবিতই করবে না, সকল দৈন্য ও ফাঁক ঘুঁচিয়ে দিয়ে এর মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠে আসতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি এই তাৎপর্যপূর্ণ বইমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

মোঃ মোখলেসুর রহমান
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার।

ঢাকা বইমেলা '৯৬

অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা

১. সময় প্রকাশন
২. সন্দেশ
৩. নওরোজ সাহিত্য সম্ভার
৪. অংকুর প্রকাশনী
৫. বিদ্যা প্রকাশ
৬. সৃষ্টি প্রকাশনী
৭. সরোদ প্রকাশনী
৮. আগামী প্রকাশনী
৯. বিশ্বসাহিত্য ভবন
১০. তরফদার প্রকাশনী
১১. শাকিল প্রকাশনী
১২. বাড পাবলিকেশন্স
১৩. গণপ্রকাশনী
১৪. প্রাচী প্রকাশনী
১৫. মৌলিক প্রকাশনী
১৬. বিউটি বুক হাউস
১৭. আহমদ পাবলিশিং হাউস
১৮. সুবর্ণ
১৯. খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী
২০. বৈশাখী প্রকাশনী
২১. শিরীন পাবলিকেশন্স
২২. বাংলা সাহিত্য পরিষদ
২৩. অবধূত বইঘর
২৪. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
২৫. মোহনা প্রকাশনী
২৬. গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার
২৭. বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
২৮. সুচয়নী পাবলিশার্স
২৯. ত্রয়ী প্রকাশনী
৩০. সাহিত্যমালা
৩১. পড়ুয়া
৩২. আফসার ব্রাদার্স
৩৩. তৃপ্তি প্রকাশ কুঠি
৩৪. মম প্রকাশ
৩৫. হ্যাতেখড়ি
৩৬. পল্লব পাবলিশার্স
৩৭. দিনরাত্রি প্রকাশনী
৩৮. জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৯. মাওলা ব্রাদার্স
৪০. সেবা প্রকাশনী
৪১. সালাউদ্দিন বইঘর
৪২. প্রীতি প্রকাশনী
৪৩. বনবীথি প্রকাশনী
৪৪. সন্ধানী প্রকাশনী
৪৫. নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬. মডার্ন হারবাল রিসার্চ গার্ডেন
৪৭. চারদিক
৪৮. নওরোজ সাহিত্য সংসদ
৪৯. বেটার বুকস
৫০. বিশাকা প্রকাশনী
৫১. স্বদেশ প্রকাশনী
৫২. চলন্তিকা বইঘর
৫৩. ব্র্যাক প্রকাশনী
৫৪. বিদ্যা প্রকাশ
৫৫. পাঠক সমাবেশ
৫৬. জাগৃতি
৫৭. সূচীপত্র
৫৮. জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ
৫৯. বর্তমান সময়
৬০. অনুভব প্রকাশন
৬১. শিখা প্রকাশনী
৬২. প্রকাশ ভবন
৬৩. স্টুডেন্ট ওয়েজ
৬৪. এশিয়া পাবলিকেশন্স
৬৫. পানকৌড়ি প্রকাশন
৬৬. প্রজাপতি প্রকাশন
৬৭. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
৬৮. নজরুল ইনস্টিটিউট
৬৯. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৭০. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
৭১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৭২. দি রয়াল অ্যামবাসী অব সউদি আরাবিয়া
৭৩. ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া
৭৪. প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
৭৫. পজিট্রন পাবলিকেশন্স
৭৬. রুনা প্রকাশনী
৭৭. বিতরণী প্রকাশনী
৭৮. দেশ প্রকাশন
৭৯. মেসার্স প্রগতি প্রকাশনী
৮০. চক্ষু মেলিয়া
৮১. শিল্পতরু প্রকাশনী
৮২. সৃজন প্রকাশনী
৮৩. পালক পাবলিশার্স
৮৪. নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা
৮৫. অক্ষর
৮৬. কাকলী প্রকাশনী
৮৭. রোহেল পাবলিকেশন্স
৮৮. ইন্টারন্যাশনাল বুক ট্রেডিং করপোরেশন
৮৯. তপু প্রকাশনী
৯০. পলাশ প্রকাশনী
৯১. অনন্যা
৯২. আজকের কৃষি প্রকাশনী
৯৩. কৃষি প্রকাশ
৯৪. র‍্যামন পাবলিশার্স
৯৫. আশীর্বাদ প্রকাশনী
৯৬. ডন পাবলিশার্স
৯৭. পতিধারা
৯৮. পার্ল পাবলিকেশন্স
৯৯. মতিলাল ব্যানার্জি দাস পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ
১০০. বিশ্ববাণী
১০১. মদীনা পাবলিকেশন্স
১০২. সেরহিন্দ প্রকাশনী
১০৩. অনুপম প্রকাশনী
১০৪. ব্যতিক্রম প্রকাশনী
১০৫. প্রত্যাশা প্রকাশনা
১০৬. অবিস্মরণীয় পাবলিকেশন্স

প্যাভিলিয়ন

১. আইডিয়াল লাইব্রেরী
২. ওয়ার্ল্ড এজেন্সি লিঃ
৩. একাডেমীক পাবলিশার্স ও বুক ইনফরমেশন সার্ভিস
৪. প্যারাগন ইন্টারন্যাশনাল
৫. অ্যালাইড পাবলিশার্স লিঃ
৬. সাহিত্য প্রকাশ
৭. দি ব্রিটিশ কাউন্সিল
৮. কালচারাল সেন্টার অব দি অ্যামবাসী অব ইরান
৯. মুক্তধারা
১০. জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ
১১. বাংলা একাডেমী
১২. মেসার্স আলীগড় লাইব্রেরী
১৩. করিম ইন্টারন্যাশনাল
১৪. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ
১৫. বাংলাদেশ শিশু একডেমী
১৬. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
১৭. খোশরোজ কিতাব মহল
১৮. বেক্সিমকো মিডিয়া লিঃ

Courtesy:

Agrani Bank

Janata Bank

Sonali Bank